করেন। তিনি বুকাইয়া, নিসা প্রভৃতি [illegible] স্থাপন করেন। তিনি এই সকল শহরে গ্রিক সেনাদল রেখে যান।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলাফল ও প্রকৃতি (The nature and the results of Alexander's invasion) ঃ আলেকজাণ্ডার প্রাচ্য দেশে গ্রিক

সভ্যতা ও বাণিজ্য বিস্তার

সভ্যতা বিস্তারকে (Hellenizing the East) তাঁর লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে অভিযান করেন বলে কোন কোন ইওরোপীয় ঐতিহাসিক বলেছেন। তিনি সাধারণ আক্রমণকারী অথবা সুলতান মামুদের মত লুণ্ঠনকারী ছিলেন না। অধ্যাপক বিউরী বলেছেন যে, "সিন্ধুনদের মোহনা পর্যন্ত

আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল না; এই ম্যাসিডোনীয় বিজেতার উচ্চাশা ছিল ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করা।"

একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা আদপেই সফল হয়নি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা লোপ পায়। সুতরাং যে লক্ষ্য পূরণ হয়নি তা নিয়ে আলেকজাণ্ডারকে প্রশংসা করার কোন কারণ নেই। গ্রিসের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আলেকজাণ্ডার ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

বিফলতা

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকে সামরিক সাফল্যের এক উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে গণ্য করা যায় না। এক অনুকূল পরিস্থিতিতে ও ভারতের এক সামান্য অংশ জয় করতেই তাঁর প্রায় আড়াই বছর সময় লেগেছিল। আলেকজাণ্ডারের সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল ছিল নিশ্চয়ই ভারতীয় সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল থেকে উন্নত। কিন্তু ভারতবাসী তাঁর কাছ থেকে সমরবিদ্যা শিক্ষা করেনি। তারা তাদের চিরাচরিত হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও রথ নিয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকে। আলেকজাণ্ডারের সেনা সংগঠন ভারতবাসীকে প্রভাবিত করেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদিও আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত দ্রুত জয় করেন তবুও ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি মগধের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। সুতরাং তাঁর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্ত বলে ভারতীয়রা মেনে নেয়নি। আলেকজাণ্ডার ভারত ছাড়ার পর মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীকে ভারতীয় মতেই সংগঠিত করেন এবং এই বাহিনীর সাহায্যে গ্রিকদের কাছ থেকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করেন। গ্রিকদের কাছ থেকে তিনি কিছু সামরিক শিক্ষা নেন একথা বলা যায়নি। তবে আলেকজাণ্ডারের অভিযান ভারতীয়দের সেনা সংগঠন ও রণ নীতির দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করেছিল। কিন্তু ভারতীয় রাজারা এটাকে ঠিক দুর্বলতা বলে মেনে নেননি।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের নিষ্ফলতা

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফল ভারতে তেমন কিছু দেখা যায়নি। তিনি ভারতের যে অংশ জয় করেন সেখানে তাঁর অধিকার স্থায়ী হয়নি। আলেকজাণ্ডার ভারত ছাড়ার তিন বছরের মধ্যেই ভারতে তাঁর অধিকার বিলুপ্ত হয়। ভারত জয় যদি আলেকজাণ্ডারের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। স্মিথের মতে, "আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান বিরাট আকারের সফল একটা বৈদেশিক আক্রমণ মাত্র; তার বেশি কিছু নয়। ভারতে তার কোনো স্থায়ী প্রভাব ছিল না।"[১] উত্তর-পশ্চিম ভারতের শস্যক্ষেত্রগুলি আবার নতুন করে সবুজ ফসলে ভরে উঠলে লোকে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কথা ভুলে যায়। ভারতীয় সাহিত্যে বা লোকগাথায় কোথাও

রাজনৈতিক নিষ্ফলতা

১. "His campaign in effect was no more than a brilliantly successful raid on a gigantic scale which left upon India no mark."–V. A. Smith.

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বিন্দুমাত্র উল্লেখ দেখা যায়নি। ভারতীয়দের কাছে আলেকজাণ্ডারের অভিযান ছিল একটি হঠাৎ-ঘটা ঝটিকা আক্রমণ মাত্র। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ না থাকলে ভারতে ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের কথা আদপেই জানা যেত না।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি। হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রে কোনখানে আলেকজাণ্ডারের কোন উল্লেখ নেই। ভারতের ইতিহাসে যে গন্ধার শিল্প প্রভৃতি দেখা যায় তা পরবর্তীকালের ব্যাকট্রিয় গ্রিকদের প্রভাবের ফল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের কোনো প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক ফল ছিল না। ভারত গ্রিক সভ্যতাকে গ্রহণ করেনি এবং গ্রিস দেশও ভারতীয় সভ্যতাকে বরণ করেনি। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রিসের সঙ্গে ভারতের যে সংযোগ ঘটে তা ছিল স্বল্পস্থায়ী।

সাংস্কৃতিক নিষ্ফলতা

ম্যাসিডোনীয় আক্রমণের যা কিছু ফল তা ছিল পরোক্ষ। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করে আলেকজাণ্ডার তাদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেন। এর ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সহজে এ অঞ্চল জয় করে মগধের রাজনৈতিক ঐক্যের অধীনে আনতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে উত্তর-পশ্চিমের উপজাতির সঙ্গে আলাদাভাবে যুদ্ধ করে তাদের জয় করতে হয়নি। কারণ আলেকজাণ্ডার এই উপজাতিগুলির সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেন। তিনি উপজাতিগুলির যুবশক্তির একাংশকে ক্রীতদাসে পরিণত করেন এবং তাদের সম্পদ লুঠ করা হয়। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে সাময়িকভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি বহু লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করেন। গ্রিকদের নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধে যারা পরাজিত হত তাদের দাসে পরিণত করা হত। তাছাড়া পাঞ্জাবের গো-সম্পদকে আগন্তুক গ্রিকরা তাদের খাদ্য ও লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করে। এতে স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই অঞ্চলে অম্ভি, পুরু ও অভিসারের রাজারা সামন্ত শাসন স্থাপন করেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আকস্মিক মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত সহজে এই রাজাদের উৎখাত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ড. রায়চৌধুরীর মতে, "ইংলণ্ডের ইতিহাসে ডেন জাতির আক্রমণের ফলে যেরূপ ওয়েসেক্স রাজ্যের উদ্ভব হয়, সেরূপ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের ঐক্য স্থাপিত হয়।" তিনি আরও বলেছেন যে, "যদি উগ্রসেন মহাপদ্ম নন্দকে পূর্ব ভারতে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূনর্গঠনকারী বলা যায় তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারকেও তাই বলা উচিত।"

পরোক্ষ ফল ঃ উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলির ক্ষমতা হ্রাস

আলেকজাণ্ডার ভারত ছাড়ার সময় উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি গ্রিক উপনিবেশ স্থাপন করে যান। এগুলি মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত টিকেছিল বলে জানা যায়। অশোক তাঁর শিলালিপিতে যে সকল যোন বা যবন পূজোর কথা বলেছেন তারা ছিল এই সকল উপনিবেশের অধিবাসী। এদের জন্য অশোক খরোষ্ঠী লিপিতে তাঁর বাণী খোদাই

করেন। এই গ্রিক ঔপনিবেশগুলি ভারত ...
সীমান্তে ব্যাকট্রিয় গ্রিকদের অবস্থান ছিল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল।

ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক উপনিবেশ : দাস প্রথা

মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতা দেখা দিলে, ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক উপনিবেশ থেকে গ্রিক আক্রমণ ঘটে। গার্গী সংহিতা থেকে জানা যায় যে, ব্যাকট্রিয় গ্রিকরা অযোধ্যা, পাঞ্চাল পার হয়ে পাটলিপুত্র পর্যন্ত আক্রমণ চালায়। যাই হোক, এই আক্রমণকে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পরোক্ষ ফল বলা চলে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। আগে পারসিক সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এই যোগাযোগ চলত; এখন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। ভারত সম্পর্কে গ্রিকদের আগ্রহ বাড়ে। ভারতে আসার পথ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা ভালভাবে আবিষ্কার করেন। পারসিক সমুদ্রের পথে সামুদ্রিক রাস্তা জানা যায়। স্থলপথে কাবুল, বালুচিস্থানের মোল্লা গিরিবর্ত্ম এবং মাকরাণের পথ এই চারটি প্রধান রাস্তা জানা যায়। ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রিস ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিমে যে উপনিবেশগুলি স্থাপন করেন, এই উপনিবেশগুলি গ্রিস দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপন করে। ভারতের গন্ধার শিল্পরীতিতে গ্রিক প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির নাক, কান ও মাথার গঠনে গ্রিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পেচক মুদ্রা ও রূপার দ্রাক্ষমা গ্রিক প্রভাবের পরিচয় দেয়। কেহ কেহ বলেন যে, পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাঠের প্রাসাদ নির্মাণে গ্রিক প্রভাব দেখা যায়। অশোকের স্তম্ভগুলি এবং তার গায়ে লিপি খোদাই অনেকে গ্রিক প্রভাবের ফল বলেন। মৌর্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রিকতা গ্রিক প্রভাবে ঘটেছিল বলা যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রিক প্রভাব লক্ষণীয়। বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তে' গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃত নাটকে যবনিকা বা পর্দার ব্যবহার সম্ভবত গ্রিকদের কাছ থেকে শিক্ষা করা হয়। গ্রিকরাও ভারত থেকে কিছু শিক্ষা নেয়। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব গ্রিক চিন্তাবিদ্‌দের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আলেকজাণ্ডারের গ্রিক ঐতিহাসিকরা তাঁর ভারত অভিযানের যে বিবরণ লেখেন তার সাহায্যে ভারত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়েছে। কারণ এই সময় থেকে ভারত ইতিহাসের সন, তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় এবং ভারতের লিখিত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। গ্রিক ঐতিহাসিকদের অনুকরণে পরবর্তিকালে আরও কয়েকজন ইওরোপীয় ঐতিহাসিক ভারত সম্পর্কে বিবরণ রচনা করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই সকল ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এসবের জন্য ভারতবর্ষকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। বহু সংখ্যক ভারতবাসীর প্রাণনাশ, সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অশেষ দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে

গ্রিস-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময়

উপরিউক্ত ফলাফল উদ্ভূত হয়েছে। গ্রিক ঐতিহাসিকেরা আলেকজাণ্ডারকে যতই মহানুভব আখ্যা দিন না কেন, আলেকজাণ্ডার পরবর্তীকালে আক্রমণকারী সুলতান মামুদ, তৈমুর লঙ্ এবং নাদির শাহের পথ-প্রদর্শক ছিলেন।[১]